পবিত্রতা ও নামাযের বিধান

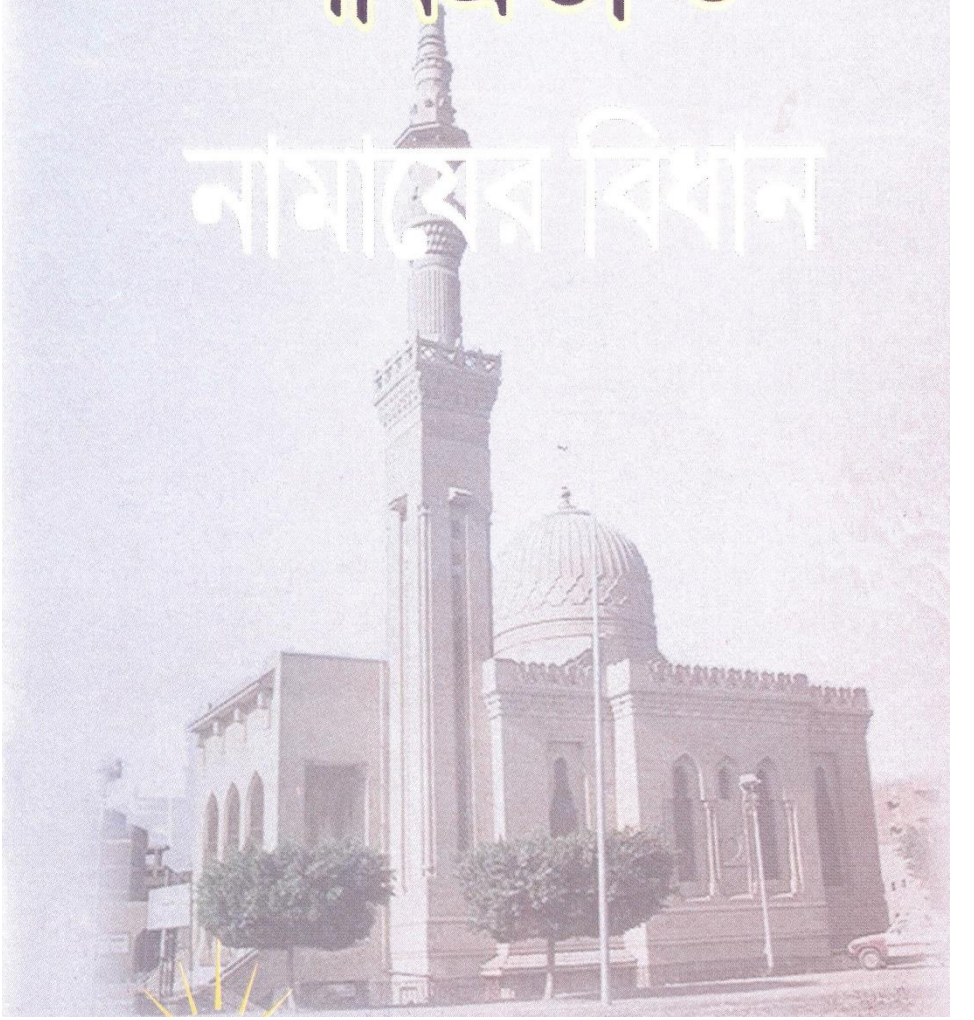

أحكام الطهارة

পবিত্রতার বিধান

পবিত্রতা ও অপবিত্রতাঃ

অপবিত্রতাঃ অপবিত্রতার অর্থ হচ্ছে এমন মলিনতা, অশুচিতা, যা থেকে একজন মুসলিমকে বেঁচে থাকতে হয় এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলতে হয়। কাপড়ে বা শরীরে দৃষ্টি গোচর হয় এমন অতরল কোন অপবিত্র জিনিস লাগলে, তা দূর হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে। যেমন, মাসিকের রক্ত। তবে যদি ধুয়ে ফেলার পরও তার চিহ্ন থেকে যায় যা দূর করা কষ্টকর, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি অপবিত্র জিনিস এমন তরল পদার্থ হয়, যা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে দৃষ্টি গোচর হয় না, তা একবার ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট হবে। জমিতে বা মাটিতে অপবিত্র জিনিস লাগলে, পানি ঢাললে তা পবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ অপবিত্র জিনিস যদি তরল হয়, তবে শুকিয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু যদি অতরল হয়, তাহলে তা দূর না করা পর্যন্ত পবিত্র হয় না।

পবিত্রতা অর্জন এবং অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য পানি ব্যবহার করা হবে। যেমন, বৃষ্টির ও সমুদ্রের পানি ইত্যাদি। ব্যবহৃত পানি এবং যে পানির সাথে কোন পবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা নিজ অবস্থায় থাকে, তা পানি বলেই পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি পবিত্র কোন জিনিস মিশে গিয়ে পানির অবস্থার পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। অনুরূপ এমন নাপাক জিনিস যদি মিশে যায়, যা পানির স্বাদ অথবা গন্ধ বা রঙকে পরিবর্তন

করে দেয়, তাহলে তাও ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কিন্তু কোন কিছুর যদি পরিবর্তন সূচিত না হয়, তাহলে তাহারাত হাসিলের জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয। অনুরূপ পান করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা জায়েয। তবে যদি কুকুর বা শুকর পান করে থাকে, তাহলে নয়, কারণ তা অপবিত্র।

অপবিত্রতার প্রকারভেদঃ অপবিত্রতা কয়েক প্রকারের যথা,

(ক) পেশাব-পায়খানা।

(খ)অদীঃ পেশাবের পর নির্গত গাঢ় সাদা পদার্থ।

(গ) মাযীঃ যৌন উত্তেজনার চরম মহূর্তে বীর্য পাতের পূর্বে নির্গত শ্বেত তরল পদার্থ।

বীর্য পবিত্র, তবে ধুয়ে নেওয়া মুস্তাহাব যদি ভিজে থাকে। আর শুকিয়ে গেলে তা রগড়ে নিলেই যথেষ্ট হয়।

(ঘ) হারাম পশু-পাখির মল ও পেশাব। তবে হালাল পশু-পাখির মল পেশাব পবিত্র।

উল্লিখিত এই অপবিত্র জিনিসগুলো অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে এবং শরীরে ও কাপড়ে লাগলে তা দূর করতে হবে।

(ঙ) মাসিক ও নেফাসের রক্ত।

মাযী কাপড়ে লাগল, তাতে পানির ছিটা মারলেই হবে।

অপবিত্রতার বিধানঃ

১। যদি মানুষের জামা-কাপড় বা শরীরে এমন কিছু অপবিত্র জিনিস লাগে যা নাপাক কি না জানে না, এমতাবস্থায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা তার উপর ওয়াজিব নয় এবং তা ধুয়ে ফেলারও প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃতিই হলো পবিত্র।

(২) নামায শেষ করার পর যদি কেউ শরীরে বা কাপড়ে এমন নাপাক জিনিস দেখে যার সম্পর্কে তার জানা ছিল না অথবা জানা ছিল কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, তাহলে তার নামায শুদ্ধ গণ্য হবে।

(৩) কাপড়ে অপবিত্র লাগা স্থান ঠিক জানা না থাকলে, যথাসাধ্য তার খোঁজ করতে এবং সেই স্থানটা ধুতে হবে যেটার ব্যাপারে তার বেশীরভাগ ধারণা যে এখানেই লেগেছে। কেননা, অপবিত্র জিনিস উপলব্ধি করা যায়। তার রঙ, স্বাদ ও গন্ধ আছে।

প্রস্রাব-পায়খানাঃ

পেশাব-পায়খানার আদবসমূহের কিছু আদব নিম্নরূপ,

১। প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে বাঁ পা আগে রেখে এই দুআ পাঠ করবে।

((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি অল খাবা-ইস) অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খবিস জিন ও জিন্নী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রেখে বলবে, «غُفْرَانَكَ» (গুফরা নাক) হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা চাই।

(২) এমন কোন জিনিস নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করবে না, যার মধ্যে আল্লাহর নাম লিখা আছে। তবে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে নিতে পারে।

৩। খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিছন করে বসবে না। তবে নির্মিত (চারদিক ঘেরা) হলে ক্বেবলার দিকে

মুখ ও পিছন করা জায়েয।

(৪) লোক চক্ষু থেকে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এ ব্যাপারে অবহেলা করবে না। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীদের সমগ্র শরীরটাই ঢাকতে হবে শুধু মুখমন্ডল নামাযে খুলে রাখবে। তবে যদি পরপুরুষ থাকে, তাহলে নামাযেও মুখমন্ডল ঢাকতে হবে।

৫। শরীরে ও কাপড়ে যেন পেশাব-পায়খানার কোন কিছু না লাগে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

(৬) । পেশাব-পায়খানার পর পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করবে। অথবা রুমাল (টিসু), পাথর ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে অপবিত্রতার চিহ্ন দূর করবে। পরিষ্কার করার সময় বাঁম হাত ব্যবহার করবে।

ওযূ

ওযূ ব্যতীত নামায গৃহীত হয় না। যেমন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ لاَ يَقبلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) متفق عليه ٦٩٥٤-٢٢٥

অর্থাৎ, "অবশ্যই আল্লাহ তার নামায গ্রহণ করেন না, যে অপবিত্র হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে ওযূ করে নেয়"। (বুখারী ৬৯৫৪-মুসলিম ২২৫) অনুরূপ ওযূ পর্যায়ক্রমে (ওযূর স্থানগুলো পর্যায়ক্রমে ধুতে হবে আগে-পিছে করলে চলবে না। যেমন, আগে চেহরা ধুবে। তারপর হাতদ্বয়। অতঃপর মাথা ও কানের মাসাহ করবে। তারপর পাদ্বয় ধৌত করবে।) ও বিনা বিরতিতে (উভয় স্থান ধুয়ার মধ্যে এত দীর্ঘ বিলম্ব

করবে না যে, আগের স্থান শুকিয়ে যায়।) করা জরুরী।

ওযূর রয়েছে অনেক মহান ফযীলত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত (ওযূ করার সময় অন্তরে) এর (ফযীলতের) অনুভূতি নিয়ে ওযূ করা। যেমন, উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)) رواه مسلم ٥٧٨

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে, তার শরীর থেকে এমন কি তার নখের নীচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়।" (মুসলিম ৫৭৮) উসমান (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ))

رواه مسلم ٢٣١

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিপূর্ণ ওযূ করে, (তার জন্য) ফরয নামাযগুলো তাদের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটিত পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৩১)

ওযূর পদ্ধতি

১। অন্তরে ওযূর নিয়ত করবে, মুখে নয়। কারণ, নিয়ত হলো, অন্তরে উদীয়মান কোন কাজ করার পরিকল্পনার নাম। অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলবে।

২। তারপর হাতের তেলোদ্বয়কে কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোবে।

৩। অতঃপর তিনবার কুল্লি করবে ও নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়বে।
৪। অতঃপর মুখমন্ডলকে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ির নিচে পর্যন্ত প্রস্থে তিনবার ধোবে।
৫। অতঃপর হস্তদ্বয়কে আঙ্গুল থেকে কুনুই পর্যন্ত তিনবার ধোবে। প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত।
৬। অতঃপর ভিজে হাত দিয়ে মাথায় একবার মাসাহ্ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার অগ্রভাগে ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দেবে।
৭। অতঃপর উভয় কানের একবার মাসাহ্ করবে। উভয় হাতের তর্জনী আঙ্গুলকে উভয় কানের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের দিক এবং বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের দিক মাসাহ্ করবে।
৮। অতঃপর উভয় পা-কে তিনবার আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত ধোবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা।
৯। অতঃপর ওযূর পর পঠনীয় সুসাব্যস্ত দুআ পাঠ করবে। আর তা হলো, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মা-দান আ'বুদুহু অ রাসূলুহু'। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ))

رواه مسلم ٢٣٤

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সুন্দর করে ওযূ করে। তারপর

বলে, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহি অ রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসলিম ২৩৪)

মোজার উপর মাসাহ করা

যেহেতু ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম তাই মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। আর এটা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। আম্‌র ইবনে উমায়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ)) رواه البخاري ٢٠٥

অর্থাৎ, "আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে তাঁর পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ে মাসাহ করতে দেখেছি।" (বুখারী ২০৫) অনুরূপ মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)) متفق عليه ٢٠٣-٢٤٧

অর্থাৎ, ""একদা আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ ক'রে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর ফিরে এলে আমি আমার ঘটির পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযূ করলেন এবং স্বীয় মোজাদ্বয়ে মাসাহ করলেন।" (বুখারী ২০৩-মুসলিম ২৪৭) তবে মোজার উপর মাসাহ করার শর্ত হলো, পবিত্রাবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করা। অর্থাৎ, ওযূ করে তা পরিধান করা। আর মাসাহ করার নিয়ম হলো, ভিজে হাত মোজার উপরে

বুলিয়ে নেওয়া। মোজার নীচে মাসাহ করবে না। মুক্বীম (মুসাফির নয়)-এর মাসাহ করার সময় সীমা হলো, একদিন একরাত। আর মুসাফিরের জন্য ক্বসর করা জায়েয, তার মাসাহ করার সময় সীমা হলো, তিনদিন দিনরাত। মাসাহর নির্দিষ্ট সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে অথবা মাসাহ করার পর মোজাদ্বয় খুললে কিংবা গোসল ওয়াজিব করে এমন অপ-ত্রিতার জন্য খুললে, মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

ওযূ নষ্টকারী জিনিস

(১) উভয় রাস্তা (পেশাব ও পায়খানার দ্বার) দিয়ে যা কিছু নির্গত হয়। যেমন, পেশাব, পায়খানা, বাতকর্ম, বীর্য, মাযী, এবং অদী ও রক্ত ইত্যাদি। (২) নিদ্রা (৩) উটের গোশ্ত খাওয়া। (৪) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং ওযূর ব্যাপারে স্মরণ না থাকা।

গোসল

গোসল করা বলতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে সমস্ত শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া। নাক ঝেড়ে ও কুল্লি করে সমগ্র শরীরকে ধুবে তবেই গোসল সঠিক হবে। আর পাঁচটি জিনিসের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন, **প্রথমতঃ** জাগ্রত অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনা সহকারে নর-নারীর বীর্য-পাত হওয়া। তবে যদি বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত ঘটে যেমন, রোগ অথবা অত্যধিক ঠান্ডার কারণে ঘটা, তাতে গোসল ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি স্বপ্নদোষ হয় আর বীর্য বা বীর্যের কোন চিহ্ন না পায়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি বীর্য বা তার চিহ্ন পায়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে, যদিও স্বপ্নদোষ স্মরণ না থাকে।

দ্বতীয়তঃ লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থানের মিলন ঘটা। অর্থাৎ, পুরুষ লিঙ্গের স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ ঘটা, যদিও বীর্যপাত না ঘটে।

তৃতীয়তঃ মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত) বন্ধ হয়ে যাওয়া।
চতুর্থতঃ মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব।
পঞ্চমতঃ যখন কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে।

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা হারাম

কিছু জিনিস অপবিত্র ব্যক্তির উপর হারাম হয়। যেমন, (১) নামায পড়া (২) তাওয়াফ করা (৩) অনুরূপ কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোথাও নিয়ে যাওয়া, অনুরূপ চুপি চুপি অথবা সশব্দে মুখস্থ বা কুরআন দেখে তা পাঠ করা ইত্যাদি। (৪) মসজিদে অবস্থান করা। তবে মসজিদ হয়ে কোথাও যাওয়াতে দোষ নেই। অনুরূপ অপবিত্রতাকে ওযূ করে হালকা করে নিলে মসজিদে অবস্থান করতে পারবে।

তায়াম্মুম

সফরে ও বাড়ীতে অবস্থান করাকালীন ওযূ অথবা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয, যখন নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহের কোন কারণ পাওয়া যাবে।

১। যখন পানি পাওয়া যায় না অথবা পানি পাওয়া যায়, কিন্তু তা পবিত্রতা হাসেলের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে আগে পানির খোঁজ করবে, খোঁজ করার পর পাওয়া না গেলে, তায়াম্মুম করবে। অথবা পানি সন্নিকটেই আছে কিন্তু সেখান থেকে পানি আনতে গেলে জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করে, এমতবস্থায়ও সে তায়াম্মুম করবে।
২। যদি শরীরের কোন অংশ আহত হয়, তাহলে আহত স্থান ধোবে। তবে ধোওয়াতে ক্ষতি হলে, ভিজে হাত দ্বারা আহত স্থানে মাসাহ করবে। মাসাহ করাও যদি ক্ষতিকর হয়, তাহলে অন্য স্থানগুলো ধোবে এবং এই স্থানের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে।

৩। যদি পানি অথবা আবহাওয়া অত্যধিক ঠান্ডা হয় আর পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করবে।
৪। সাথে পানি আছে কিন্তু পান করার জন্য তা প্রয়োজন, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম করার নিয়মঃ অন্তরে তায়াম্মুমের নিয়ত ক'রে স্বীয় তেলোদ্বয়কে একবার মাটিতে মারবে। অতঃপর মুখমন্ডল মাসাহ করবে। তারপর বাম হাতের তেলোকে ডান হাতের উপর এবং ডান হাতের তেলোকে বাম হাতের উপর বুলিয়ে নেবে।

যে জিনিসে ওযূ নষ্ট হয়, সে জিনিসে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করেছিল, সে যদি নামাযের পূর্বে অথবা নামায পড়াকালীন পানি পেয়ে যায়, তার তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে নামায সমাপ্তির পর পানি পেলে তার নামায শুদ্ধ গণ্য হবে, তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে না।

মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত)

ঋতুবতী ও প্রসবিনীর জন্য মাসিক ও নেফাসের রক্ত আসা অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা বৈধ নয়। কারণ হাদীসে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)) متفق عليه: ٣٣١-٣٣٣

অর্থাৎ, "ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দেবে এবং চলে গেলে শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নামায পড়বে।" (বুখারী ৩৩১-মুসলিম ৩৩৩) (মাসিক অবস্থায়) ত্যাগকৃত নামাযগুলোর কাযাও তাকে করতে হবে না। তবে

যে রোযাগুলো ত্যাগ করেছে, সেগুলো কাযা করতে হবে। মাসিক অবস্থায় কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাও জায়েয নয়। মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা স্বামীর উপর হারাম। তবে সঙ্গম ব্যতীত তার দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ করা স্বামীর জন্য জায়েয। ঋতুবতীর কুরআন শরীফ স্পর্শ করাও বৈধ নয়।

রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে সে পবিত্র হবে। পবিত্রতার জন্য গোসল করা তার উপর ওয়াজিব। (পবিত্র হয়ে গেলে) সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিস তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। যদি নামাযের সময় প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর কোন নারী মাসিক বা নেফাসে আক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে সঠিক উক্তি অনুযায়ী পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর তাকে সে নামায কাযা করতে হবে। আর নামাযের সময় শেষ হওয়ার এতটা পূর্বে যদি নারী পবিত্র হয়, যাতে এক রাক'আত নামায পড়া যেতো, তবে তাকে সে নামায আদায় করতে হবে। আর যে নামাযকে অন্য নামাযের সাথে একত্রিত করে পড়া যায়, সেই নামাযের কাযা করা তার জন্য মুস্তাহাব। যেমন, কেউ যদি সূর্যাস্তের এতটা সময় পূর্বে পবিত্র হয়, যাতে এক রাক'আত নামায পড়া যেতো, তাহলে আসরের নামায তাকে কাযা করতেই হবে, কিন্তু তার সাথে যোহর কাযা তার জন্য মুস্তাহাব হবে। আর যদি অর্ধ রাতের পূর্বে কেউ পবিত্র হয়, তাহলে ঈশার নামায তাকে পড়তেই হবে, কিন্তু তার সাথে মাগরিবের কাযা করা তার জন্য মুস্তাহাব।

নামায

নামায ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞান-সম্পন্ন সকল মুসলিমের উপর নামায ওয়াজিব। যে নামাযের ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে, সে সকলের ঐক্যমতে কাফের। আর যে গড়িমসি ও অলসতার কারণে তা (নামায) মোটেই পড়ে না, অধিকাংশ

সাহাবায়ে কেরামের মতে সেও কাফের। কিয়ামতের দিন বান্দার আগে নামাযেরই হিসাব হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء:١٠٣)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় নামায ফরয মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরা নিসাঃ ১০৩) ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) متفق عليه ٨-١٦

অর্থাৎ, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর রাসূল, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।" (বুখারী ৮-মুসলিম ১৬) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) رواه مسلم ٨٢

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা।" (মুসলিম ৮২) অনুরূপ নামায আদায় করার মধ্যে বহু মহান ফযীলত। যেমন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)) رواه مسلم ٦٦٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি বাড়িতে অযু ক'রে আল্লাহর ঘরসমূহের কোন ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহর ফরয কার্যসমূহের কোন ফরয কাজ আদায় করার জন্য, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা বর্ধিত হয়।" (মুসলিম ৬৬৬) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) مسلم ٢٥١

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ্ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন?" সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, "কষ্টের সময় সুন্দরভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জিহাদে প্রতি-রক্ষার কাজের ন্যায়। ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ২৫১) অনুরূপ অবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)) متفق عليه ٦٦٢-٦٦٩

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।" (বুখারী ৬৬২-মুসলিম ৬৬৯)

নিম্নে নামায সম্পর্কীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে

১। জামাআতের সাথে নামায আদায় করা পুরুষদের উপর ওয়াজিব। কারণ, হাদীসে এসেছে, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,)

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)) متفق عليه ٢٤٢-٦٥١

অর্থাৎ, "আমি ইচ্ছা করি যে, কাউকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়ে এমন লোকদের নিকট যাই, যারা নামাযে উপস্থিত হয় নাই এবং তাদেরকে জ্বালিয়ে দেই।" (বুখারী ২৪২-মুসলিম ৬৫১)

২। ধীরস্থিরতার সাথে আগেভাগে মসজিদে যাওয়া মুসলিমের জন্য শ্রেয়।

৩। মসজিদে প্রবেশকারীর জন্য সুন্নাত হলো, স্বীয় ডান পা আগে বাড়িয়ে এই দুআ পড়া,

((اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)) رواه مسلم ١٦٥٢

(আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহতিকা) অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।"

৪। মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (দাখেলী মসজিদ) দু'রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। কারণ, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) متفق عليه ٤٤٤-٧١٤

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।" (বুখারী ৪৪৪-মুসলিম ৭১৪)

৫। নামাযে লজ্জাস্থান ঢাকা ওয়াজিব। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সর্বাঙ্গই লজ্জাস্থান। তবে নামাযে মুখমন্ডল খুলে রাখতে পারবে।

৬। ক্বেবলাকে সম্মুখ করে নামায পড়া ওয়াজিব। নামায কুবল হওয়ার জন্য এটা শর্ত। তবে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে, যেমন অসুস্থতা ইত্যাদি (তাহলে ক্বেবলাকে সম্মুখ করতে না পারলেও কোন দোষ নেই।)।

৭। নামাযকে তার সঠিক সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। তাই সময়ের পূর্বে নামায পড়া ঠিক নয়। অনুরূপ বিলম্ব করে নামায পড়াও হারাম।

৮। উচিত হলো, নামাযের জন্য আগেভাগে যাওয়া। প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর আগ্রহ রাখা এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। কারণ, এ কাজগুলোর বড় ফযীলত। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ)) متفق عليه ٦١٥-٩٨١

অর্থাৎ, " লোকে যদি জানতো আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, অতঃপর লটারী ছাড়া সেগুলো হাসিল করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে তারা অবশ্যই

লটারী করতো। আর যদি তারা নামাযে আগে আসার মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে তা জানতো, তাহলে সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতো।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৪৩৭) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ)) رواه البخاري ومسلم ٦٥٩-٦٤٩

অর্থাৎ, "যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে।" (বুখারী ৬৫৯-মুসলিম ৬৪৯)

নামাযের সময়

* যোহরের সময় হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার (আকাশে ঠিক মাথার উপরে অবস্থিত বিন্দু থেকে যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাবে) পর থেকে নিয়ে যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ, লম্বায়।
* আসরের সময় হলো, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়, তখন থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
* মাগরিবের সময় হলো, সূর্যাস্ত থেকে শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। আর শাফাক হলো, সূর্যাস্তের পর (পশ্চিম গগনে দৃশ্যমান) লালাকার রক্তিম আভা।
* ঈশার সময় হলো, উক্ত লালাকার আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।
* ফজরের সময় হলো, ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যে স্থানগুলোতে নামায পড়া জায়েয নয়

১। **কবরসমূহঃ** কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ)) رواه الخمسة، وهو حديث صحيح

অর্থাৎ, "গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত পুরো যমীনটাই মসজিদ।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমদ। হাদীসটি সহীহ।) তবে জানাযার নামায কবরে পড়া জায়েয।

২। কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া। আবূ মারষাদ গানাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) رواه مسلم ٩٧٣

অর্থাৎ, "কবরসমূহকে সম্মুখ করে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।" (মুসলিম ৯৭৩)

৩। উটের খোঁয়ারঃ যেখানে উট থাকে বা উটের আশ্রয়স্থল। অনুরূপ অপবিত্র স্থানসমূহেও নামায পড়া জায়েয নয়।

নামাযের তরীকা

নামাযের সময় এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদতের সময় নিয়ত করা অত্যাবশ্যক। তবে এই নিয়ত অন্তরে হবে, মুখে উচ্চারিত হবে না। নামাযের তরীকা হলো,

১। মুসাল্লী সমগ্র শরীর সহ ক্বেবলামুখী হবে, এদিক ওদিক তাকাবে না।

(২) অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করবে। বলবে **'আল্লাহু আকবার'** তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত, অথবা কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে।

৩। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে।

৪। অতঃপর দুআয়ে ইসতিফতাহ পড়বে। আর দুআয়ে ইসতিফতাহ হলো,

((الحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)) رواه مسلم ٦٠٠

'আলহাদু লিল্লাহি হামদান কাষীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফী-হ' (মুসলিম ৬০০) অথবা এই দুআটি পড়বে,

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ))

رواه أبوداود والترمذي ٧٧٥-٢٤٢، وصححه الألباني

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ'লা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমার নাম কত বরকতময়, তোমার মহিমা কত উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ৭৭৫-২৪২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ ছাড়া আরো ইস্তিফতাহর দুআ আছে যে কোন দুআ পড়তে পারে। আর উত্তম হলো, কোন একটি দুআকে অব্যাহতভাবে না পড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুআ পড়া।

৫। তারপর 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়ত্বানীর রাজীম' পড়বে।

৬। অতঃপর "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" বলে সুরা ফাতিহা পড়বে।

﴿الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾

(আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন, আর রাহমানির রাহীম,

মালিকি ইয়াউ মিদ্দীন, ইয়্যাকানা' বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন, ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম, সিরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্যোল্লীন) অর্থাৎ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব্ব। যিনি দয়াময় মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর। তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। যাঁরা অভিশপ্ত নয়, যাঁরা পথভ্রষ্ট নয়।

৭। অতঃপর কুরআন থেকে যে কোন সূরা পড়বে।

৮। অতঃপর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু' করবে। আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে উভয় হাতের চেটো হাঁটুর উপর স্থাপন করবে। রুকু'তে পড়বে, (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) 'সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম'। দুআটি তিনবার পড়া সুন্নাত। তিনের বেশী পড়াও জায়েয এবং একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে।

৯। অতঃপর ইমাম ও একা নামায আদায়কারী (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) 'সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ' বলে রুকু' থেকে মাথা তুলবে। রুকু' থেকে উঠার সময়ও উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। মুক্তাদী 'সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ'র পরিবর্তে (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) 'রাব্বানা অ লাকাল হামদু' দুআটি পড়বে। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে। (তবে এটা কোন কোন আলেমের নিকট)।

১০। রুকু' থেকে উঠে এই দুআটি পড়বে।

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ))رواه مسلم ٧٧١

(রাব্বানা লাকাল হামদু, মিলআস্‌সামাওয়াতি অ মিলআল আরযি অ মিলআ মা বায়নাহুমা অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়্যিন বা'দু)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়। আর এগুলো ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়। (মুসলিম ৭৭১)

১১। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম সাজদাটি করবে। শরীরের সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদা করবে। আর তা হোল, নাক সহ কপাল, উভয় হাতের তেলো, হাঁটুদ্বয় এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। সাজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত রাখবে এবংসমস্ত আঙ্গুলগুলো ক্বেবলামুখী রাখবে সাজদায় (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' দুআটি পাঠ করবে। দুআটি তিনবার পড়া সুন্নাত। তিনের বেশীও পড়তে পারে এবং একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে। সাজদার সময় বেশীবেশী দুআ করা মুস্তাহাব। কারণ, সাজদা হলো দুআ কবুল হওয়ার স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১২। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে সাজদা থেকে মাথা উঠাবে। উভয় সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং ডান পা উঠিয়ে রাখবে। আর ডান হাত হাঁটুর নিকটস্থ ডান পায়ের উরুর উপর রাখবে। আর বাম হাত হাঁটুর নিকটস্থ বাম পায়ের উরুর উপর রাখবে। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে। আর এই

বৈঠকে (رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ) 'রব্বিগ ফিরলী রব্বিগ ফিরলী' দুআটি পড়বে।

১৩। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে। প্রথম সাজদায় যা কিছু করেছে, দ্বিতীয় সাজদায়ও অনুরূপ করবে।

১৪। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (সামান্য একটু বসে) আবার দাঁড়াবে।

১৫। প্রথম রাকআত যেভাবে পড়া হয়েছে, দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ পড়বে ও করবে। তবে দুআয়ে ইস্তিফতাহ এবং আউযু বিল্লাহ পড়বে না। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পর দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে যেভাবে বসেছিলো, সেভাবে বসবে, যদি চার রাক'আত ও তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে বৃদ্ধা ও মধ্যমা দ্বারা বালা বানিয়ে তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে। এই বৈঠকে তাশাহহুদ পড়বে এবং 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু' পড়ার সময় তর্জনীকে নড়াতে থাকবে। আর তাশাহহুদ হলো,

((اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))

(আত্ তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্সালা-ওয়াতু অত্ত্বাইয়ি-বা-তু আস্সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু, আস্সালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু

অরাসুলুহ)

অর্থাৎ, যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে আবার দাঁড়াবে যদি তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায হয় যেমন, মাগরিবের নামায অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট হয় যেমন, যোহর, আস্‌র ও ঈশার নামায। এখানেও হাত দু'টিকে (বুকের উপর ধারণ করার পূর্বে) কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। তারপর অবশিষ্ট নামাযগুলো দ্বিতীয় রাকআতের ন্যায় পূরণ করবে। তবে (অবশিষ্ট রাকআতগুলোতে) দাঁড়ানো অবস্থায় কেবল সূরা 'ফাতিহা' পড়বে। শেষ রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পর বসে তাশাহহুদ ও দরূদে ইবরাহীম পড়বে।

((التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ))

(আত তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্‌সালা-ওয়াতু অত্ত্বাইয়ি- বা-তু আস্‌সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু,

আস্‌সালামু আ'লাইনা অ আ'লা ইবাদিল্লাহিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অরাসুলুহ। আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অ আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদিঁউ অআ'লা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আ'লা ইবরাহীমা অ আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ) এরপর স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী অন্য দুআও করতে পারবে। তাছাড়া বেশী বেশী দুআ করা সুন্নাতও বটে। তবে যে দুআ প্রমাণিত তা-ই করা উচিত। যেমন,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ))

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌রি অ মিন আযা-বিন্নার অ মিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অল মামা-তি অ মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল) হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জা-লের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১৬। তারপর 'আস্‌সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লা-হ' বলে আগে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরবে।

১৭। যোহর, আস্‌র, মাগরিব এবং ঈশার নামাযের শেষ তাশাহহুদে 'তাওয়ার্‌রুক' ক'রে বসা সুন্নাত। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের অগ্রভাগকে ডান জঙ্ঘা (হাঁটু থেকে গাঁট পর্যন্ত পায়ের অংশ)র নীচে দিয়ে বের করে রেখে পাছাকে যমীনের ভর করে বসবে। আর হাত দু'টিকে ঐভাবেই রাখবে, যেভাবে প্রথম তাশাহহুদে রেখেছিলো।

নামাযের যিক্‌র

((أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) رواه مسلم ٥٩١

(আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ, আল্লাহুম্মা আন্তা স্‌সালা-মু অ মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-মু) অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার পক্ষ হতেই শান্তি আসে, তুমি বরকতময় হে মহিমাময় ও মহানুভব। (মুসলিম ৫৯১)

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

متفق عليه ٨٤٤-٥٩٣

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীর নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা রোধকারী এবং তুমি যা রোধ করো, তা দানকারী কেউ নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাব হতে বাঁচাতে কোন উপকারে আসবে না।

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ))

رواه مسلم ٥٩٤

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু অলাহুল ফাযলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন অলাউ কারিহাল কা-ফিরুন) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীর নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহর প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করি না। যাবতীয় সম্পদ, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসা সব তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই ইবাদত করি, যদিও কাফেরদের নিকট তা অপছন্দনীয়। (মুসলিম ৫৯৪) এর (উল্লিখিত দুআগুলো পড়ার) পর ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে এবং একশত পূর্ণ করার জন্য পড়বে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'। (মুসলিম ৫৯৭) অনুরূপ প্রত্যেক নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী', 'কুলহুও য়াল্লাহু আহাদ' 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিল

ফালাক্ব' পড়বে। ফজর ও মাগরিবের নামাযের সূরা তিনটিকে তিনবার করে পড়া মুস্তাহাব।

যার নামায ছুটে যায়

যদি কারো নামাযের এক বা একাধিক রাকআত অনাদায় রয়ে যায়, তাহলে ইমামের সাথে সে যা পায় নি তা পূরণ করবে ইমামের দ্বিতীয় সালামের পর। আর সেটাই তার প্রথম রাকআত হবে, যেটা ইমামের সাথে সে পেয়েছে। যদি ইমামের সাথে রুকু' পায়, তাহলে সে রাকআতটা তার পূর্ণ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি ইমামের সাথে রুকু' না পায়, তাহলে তাকে সে রাকআত পূরণ করতে হবে। যার নামায ছুটে যায় তার উচিত মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি জামা'আতে শামিল হয়ে যাওয়া। তাতে মুক্তাদীগণ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকুক, অথবা রুকু, সাজদা, ও যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন তাদের দাঁড়ানোর অপেক্ষা না করে শামিল হয়ে যাবে। তবে তাকবীরে তাহরিমা দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তি বসে আদায় করতে পারবে।

নামায বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

১। ইচ্ছাকৃত বাক্যালাপ; যদিও তা স্বল্প হয়।
২। সমগ্র শরীর সহ ক্বেবলা বিমুখ হয়ে যাওয়া।
৩। ওযূ নষ্টকারী কোন জিনিস সংঘটিত হওয়া।
৪। বিনা কারণে অত্যধিক নড়া-চড়া করা।
৫। হাসা যদিও তা সামান্য হয়।
৬। ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রুকু, সাজদা, কিয়াম ও বৈঠক বৃদ্ধি করা।
৭। ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে কোন কাজ করা।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তাকবীর পাঠ করা।
২। রুকু'তে "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" বলা। কম-সে-কম একবার।
৩। ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর রুকু'তে উঠার সময় "সামি-আল্লা-হুলিমান হামিদাহ" বলা।
৪। রুকু' থেকে উঠে "রাব্বানা অলাকাল হামদ" বলা।
৫। সাজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলা। কম-সে-কম একবার।
৬। উভয় সাজদার মধ্যে "রাব্বিগ ফিরলী" দুআটি পাঠ করা।
৭। প্রথম তাশাহহুদ।
৮। প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

নামাযের রুকনসমূহ

১। ফরয নামাযে সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো। নফল নামাযে দাঁড়ানো ওয়াজিব নয়, তবে বসে নামায পড়ার নেকী দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক।
২। তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করা।
৩। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।
৪। প্রত্যেক রাকআতে রুকু' করা।
৫। রুকু' থেকে সমানভাবে দাঁড়ানো।
৬। প্রত্যেক রাকআতে দু'বার দেহের সাত অঙ্গের দ্বারা সাজদা করা।
৭। উভয় সাজদার মধ্যে বসা।
৮। উল্লিখিত প্রত্যেক কার্যাদি পালনে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা।
৯। শেষ তাশাহহুদ।
১০। তাশাহহুদের জন্য বসা।
১১। নবীর উপর দরূদ পাঠ করা।
১২। সালাম ফিরা।

১৩। রুক্নসমূহের মধ্যে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা।

নামাযে ভুলে গেলে

যদি মুসাল্লী তার নামাযে ভুলে যায়, অর্থাৎ, নামাযে যদি কোন কিছু বেশী হয়ে যায় অথবা কমে যায় কিংবা কম হলো, না বেশী হলো এ ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, এমতাবস্থায় তার জন্য শরয়তী বিধান হলো সে 'সাজদা সাহু' (ভুলের সাজদা) করবে। কাজেই ভুলবশতঃ যদি নামাযে কোন কিয়াম, রুকু' ও বৈঠক ইত্যাদি বেশী হয়ে যায়, তাহলে সে এই ভুলের জন্য সালাম ফিরার পূর্বে দু'বার সাজদা করবে। অনুরূপ যদি ভুলবশতঃ তার নামাযের কার্যাদির বা পঠনাদির কোন কিছু কমে যায়, আর এই ত্যাগকৃত জিনিস যদি নামাযের রুক্ন হয় এবং পরের রাকআতের কেরাত (পঠন) আরম্ভ করার পূর্বেই যদি তার স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে সে ফিরে গিয়ে এই রুক্ন ও তার পরের কার্যাদি পূরণ ক'রে সাজদা সাহু করবে। আর যদি পরের রাকআতের কেরাত শুরু করার পর তার স্মরণ হয়, তাহলে সে রাকআত বাতিল হয়ে যাবে, যে রাকআতের কোন রুক্ন বাদ পড়ে গেছে এবং পরের রাকআতটা তার স্থানে চলে আসেব। আর বাদপড়া রুক্ন সম্পর্কে যদি সালামের পর জ্ঞাত হয়, আর (নামায থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়া যদি সুদীর্ঘ না হয়ে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ রাকআতটা পূর্ণ ক'রে সাজদা সাহু করবে। কিন্তু যদি বিচ্ছিন্ন হওয়া সুদীর্ঘ হয়ে যায় অথবা ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো নামাযটা ফিরিয়ে পড়বে।

যদি নামাযের কোন ওয়াজিব কাজ ভুলে যায় যেমন, প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসতে ভুলে যাওয়া বা এই ধরনের নামাযের যে কোন ওয়াজিব কাজ, তাহলে সে সালাম ফিরার পূর্বে দু'বার সাজাদা সাহু করবে। নামাযে সন্দেহের বেলায় যদি রাকআতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ দেখা

দেয় যে, দু'রাকআত হলো, না তিন রাকআত, তাহলে সে কমটাই ধরবে, কেননা কমটা তার নিকট নিশ্চিত এবং সালাম ফিরার পূর্বে সাজদা সাহু করবে। আর যদি নামাযের কোন রুক্ন ছুটা নিয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে সে আসলেই রুক্ন বাদ গেলে যা করতে হয়, তা-ই করবে। অর্থাৎ, সেই রুক্ন ও তার পরের কার্যাদি পুনরায় আদায় করে সাজদা সাহু করবে। আর যদি উভয় সম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে কোন একটির প্রতি তার ধারণা সুদৃঢ় হয়, তাহলে সে তার সুদৃঢ় ধারণা অনুযায়ী কাজ ক'রে সাজদা সাহু করবে।

সুন্নাত নামায

বাড়িতে অবস্থান করা কালীন বার রাকআত সুন্নাত নামাযের যত্ন নেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। আর তা হলো, যোহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত। মাগরিবের পরে দু'রাকআত। ঈশার পরে দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত। উম্মে হাবীবা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ)) رواه مسلم ٧٢٨

অর্থাৎ, "যে মুসলিম বান্দা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামায-গুলো ছাড়া বার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করে, তার জন্যে মহান আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। অথবা বলেছেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।" (মুসলিম ৭২৮) আর এই সুন্নাত নামাযগুলো এবং যাবতীয় নফল নামাযগুলো মুসলিমের স্বীয়

বাড়িতে আদায় করাই হলো উত্তম। কারণ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا)) رواه مسلم ٧٧٨

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে নামায আদায় করে, তখন সে যেন তার নামাযের কিয়দংশ স্বীয় বাড়ির জন্য ছেড়ে রাখে, কারণ, অবশ্যই আল্লাহ তার বাড়ির নামাযের জন্য কল্যাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (মুসলিম ৭৭৮) অনুরূপ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((...فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)) متفق عليه ٦١١٣-٧٨١

অর্থাৎ, "ফরয নামায ব্যতীত মানুষের উত্তম নামায হলো তার বাড়ির নামায।" (বুখারী ৬১১৩-মুসলিম ৭৮১)

বিতর নামায

বিতর নামায আদায় করা মুসলিমের জন্য সুন্নাত। তবে এটা অতীব হলো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এই নামাযের সময় হলো, ঈশার পর থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। আর এর উত্তম সময় হলো, শেষ রাত্রি যে তার (এই শেষ রাতে) উঠতে পারার উপর পুরো আশাবাদী। এটা এমন এক সুন্নাত যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কখনোও ত্যাগ করেন নি, বরং সফরে ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় সদা-সর্বদা এর

যত্ন নিয়েছেন। বিতরের সর্ব নিম্ন সংখ্যা হলো, এক রাকআত। কোন কোন রাতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এগার রাকআত পড়তেন। যেমন আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে,

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ))

رواه مسلم ٧٣٦

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) রাতে এগার রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্য থেকে এক রাকআতকে বিতর বানাতেন।" (মুসলিম ৭৩৬) আর রাতের নামাযগুলো দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়াই নিয়ম। কারণ, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন,

((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)) رواه مسلم ٧٤٩

অর্থাৎ, "রাতের নামায দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়বে। যখন কেউ প্রভাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে, তখন সে এক রাকআত পড়ে পূর্বে পড়া সব নামাযকে বিতর বানিয়ে দেবে।" (মুসলিম ৭৪৯)

কখনো কখনো বিতর নামাযে রুকু'র পর দুআয়ে কুনুত পড়া মুস্তাহাব। কেননা, হাসান ইবনে আলী (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন যা তিনি বিতরের দুআয় বলতেন। তবে অব্যাহতভাবে পড়া ঠিক নয়। কারণ, যাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম)-এর নামাযের বিবরণ দিয়েছেন, তাঁরা কেউ তাঁর ক্বুনুতের কথা উল্লেখ করেন নি। আর যার রাতের নামায ছুটে যাবে, সেই নামায-গুলো দিনে জোড় সংখ্যায় আদায় করা তার জন্য মুস্তাহাব। অর্থাৎ, দু'রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত, দশ রাকআত অথবা বার বারকআত পড়বে। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এইরূপ করেছেন।

ফজরের দু'রাকআত

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতও সেই সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যত্ন সহকারে আদায় করেছেন এবং সফরে ও ঘরে অবস্থান করা কালীন কোন সময় তা ত্যাগ করেন নি। যেমন, আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে,

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ)) متفق عليه ١١٦٣-٧٢٤

অর্থাৎ, "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সুন্নাত নামাযগু-লোর মধ্যে অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের সর্বাধিক যত্ন নিতেন।" (বুখারী ১১৬৩-মুসলিম৭২৪) আর এই দু'রাকআত সুন্নাত সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا)) رواه مسلم ٧٢٥

অর্থাৎ, "এই দু'রাকআত সুন্নাত সারা দুনিয়ার চাইতে আমার কাছে প্রিয়।" (মুসলিম ৭২৫) (ফজরের দু'রাকআতের ব্যাপারে) সুন্নাত হলো, প্রথম রাকআতে ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ 'কুল ইয়া

আয়্যুহাল কাফেরুন' পড়া। দ্বিতীয় রাকআতে ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ 'কুল-হু-ওয়াল্লাহু আহাদ' পড়া। আবার কখনো প্রথম রাকআতে ﴿قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...الآية﴾ 'কুলু-আমান্না-বিল্লা-হি অমা উনযিলা ইলা-য়না---' আয়াটি পড়া। (বাক্বারাঃ ১৩৬) কখনো ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...﴾ 'কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তাআ' লাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়িন বায়নানা-অ বায়নাকুম---'আয়াতটি পড়া। (আলে-ইমরানঃ ৬৪) অনুরূপ এই দু'রাকআতকে হাল্কা করে পড়াই সুন্নাত। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হাল্কা করেই পড়েছেন। যে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে এই দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতে পারবে না, সে নামাযের পড়ে তা আদায় করে নেবে। তবে উত্তম হলো, সূর্যোদয়ের পর যখন তা সড়কি পরিমাণ উপরে উঠে যাবে, তখন থেকে নিয়ে সূর্য ঢলার আগে নিষিদ্ধ সময়ের পূর্ব মহূর্ত পর্যন্ত যে কোন সময় আদায় করা।

চাশ্‌তের নামায

এটাকেই 'সালাতে আওয়াবীন' বলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। বহু হাদীসে এই নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। যেমন, আবূ যার (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)) رواه مسلم ٧٢٠

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, তার উপর তার প্রত্যেক জোড়গুলোর জন্য সাদক্বা ওয়াজিব হয়। কাজেই প্রত্যেক বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয়, প্রত্যেক বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদক্বা হিসেবে গণ্য হয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদক্বা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এ সবের মুকাবিলায় চাশ্তের দু'রাকআ'ত নামাযই হয় যথেষ্ট"। (মুসলিম৭২০) অনুরূপ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)) متفق عليه ١١٧٨-مسلم ٧٢١

অর্থাৎ, "আমার বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো আমি সেগুলো কখনোও ত্যাগ করবো না। সেগুলো হচ্ছে, প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্তের নামায পড়া এবং বিতর পড়ে ঘুমানো'। (বুখারী ১১৭৮-মুসলিম ৭২১)

এই নামাযের উত্তম সময় হলো, সূর্য অনেকটা উঠে যখন তার তাপ তীব্র হয় এবং সূর্য ঢলে গেলে তার সময় শেষ হয়ে যায়। এই নামাযের কম-সে-কম সংখ্যা হলো দু'রাকআত, বেশীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।

যে সময়ে নামায পড়া নিষেধ

কিছু সময় আছে যে সময়ে নামায পড়া নিষেধ। আর তা হলো,

১। ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উঠে তার সড়কি পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত।

২। যখন সূর্য আকাশে ঠিক মাথার উপরে অবস্থিত বিন্দুতে স্থির হয়ে যায়, তখন (আর এটা জানা যায় ছায়া স্থির হয়ে গেলে।) থেকে সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩। আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

এমন কিছু নামায আছে যা নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যায়। যেমন, 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (দাখেলী মসজিদ)-এর, জানাযার, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের এবং তাওয়াফের পরের দু'রাকআত ও ওযূর নামায ইত্যাদি যা কারণ বিশিষ্ট নামায। অনুরূপ অনাদায় রয়ে যাওয়া ফরয নামাযও কাযা করা যায়। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) متفق عليه ٥٩٧-٦٨٤

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলে যায় অথবা নিদ্রার কারণে ছুটে যায় তার কাফ্ফারা হলো, স্মরণ হওয়ার পর তা পড়ে নেওয়া।" (বুখারী ৫৯৭-মুসলিম ৬৮৪) অনুরূপ ফজরের সুন্নাতও (ফরযের পর পড়া যায়)। আর যে যোহরের সুন্নাত সময়ে পড়তে পারে নি, সে আসরের পর তা কাযা করতে পারে।